পণপ্রথা নিষিদ্ধকরণ আইন, ১৯৬১

(সংশোধনী, ১৯৮৬)

হিন্দু বিবাহে পণপ্রথা একটি দীর্ঘকালের কুপ্রথা। এই প্রথার ফলে বিশেষ করে মহিলারা স্বামীর গৃহে বিশেষভাবে নিগৃহীত হয়। এই কুপ্রথা নিষিদ্ধ করে ১৯৬১ সালে যে আইন তৈরী হয়, তাতে অনেক ফাঁক ছিল বলে সমাজের কোন উপকার হয়নি। উল্টে পণের চাহিদা উৎকট আকারে বাড়তে থাকে, সেই সঙ্গে বধু নির্যাতন, আত্মহত্যা বা হত্যা নিত্য ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। দফায় দফায় আইন সংশোধন করে, শেষে ১৯৮৬ সালে যে আকার নিয়েছে তার বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশগুলি দেওয়া হোল।

'পণ' কাকে বলে

বিয়ের উভয়পক্ষের একপক্ষ (বরপক্ষ / কনেপক্ষ) বা তার বাবা বা মা অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন জন যদি বিয়ের অন্য পক্ষ অথবা তার বাবা বা মা অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন জনকে বিয়ে করার শর্ত হিসাবে বিয়ে উপলক্ষ্যে বিয়ের আগে বা পরে, অথবা অনুষ্ঠানের দিনে সোজাসুজি বা ঘুরপথে কোন সম্পত্তি অথবা মূল্যবান কোন জিনিস (যেমন নগদ টাকা, টিভি, রেফ্রিজারেটর, সোনা ইত্যাদি) দিতে বা দেওয়ার জন্য রাজি থাকেন তবে তাকেই 'পণ' বলে।

কিন্তু যেসমস্ত ব্যক্তি মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শরিয়তী আইন) অনুযায়ী চলেন তাঁদের ক্ষেত্রে 'যৌতুক' বা 'মোহর' (দেন মোহরও বলা হয়) উপরে যে পণের কথা বলা হয়েছে তা এর আওতায় আসবে না।

'পণ' দেওয়া / নেওয়ার শাস্তি

পণ যে দেয় ও যে নেয় উভয় পক্ষেরই শাস্তি হবে।

পণ দেওয়া নেওয়া, বা লেনদেনে সাহায্য করার সাজা হবে কমপক্ষে পাঁচ বছর জেল এবং জরিমানা, কমপক্ষে পনের হাজার টাকা অথবা যৌতুকের মূল্য দুইয়ের মধ্যে যেটি বেশি।

কিন্তু কোন রকম জোর জবরদস্তি বা দাবি ছাড়া যদি বর / কনেকে উপহার দেওয়া হয়, তা কোন অপরাধ হবে না। তবে সব উপহারের লিখিত তালিকা রাখতে হবে।

প্রচলিত রীতি বা আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী উপহার দিলে কোন শাস্তির প্রশ্ন উঠবে না (আইনের ফাঁক)।

'পণ' দাবি করার শাস্তি

সোজাসুজি বা ঘুরপথে পণের দাবি করলে সাজা হবে কমপক্ষে ছ' মাস থেকে দু' বছর জেল এবং দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা।

খবরের কাগজ বা অন্যপ্রচার মাধ্যমে যদি ছেলে/মেয়ে বা অন্য কোনও আত্মীয়ের বিয়ের জন্য টাকা বা ব্যবসায় ভাগ বা ঐ ধরণের লোভ দেখিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তবে ছাপাখানা, প্রচারক, প্রকাশকের সাজা হবে ছ' মাস থেকে পাঁচ বছর জেল অথবা পনের হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা।

'পণ' দেওয়া / নেওয়ার অভিযোগ কার কাছে জানাতে হবে -

(ক) কোনো ছেলের বাড়ির লোকেরা যদি পণ দাবি করে তাহলে যার কাছে দাবি করা হয়েছে তিনি নিজে বা কোনো এন.জি.ও.র সাহায্যে থানায় এফ.আই.আর করতে পারেন । আর যদি পুলিশ অভিযোগ না নেয় তবে তাঁর এলাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন ।

(খ) রাজ্য সরকার এই আইন প্রয়োগের জন্য বিশেষ অফিসার নিয়োগ করতে পারেন এবং প্রতিটি জেলার সমাজ কল্যাণ আধিকারিকের কাছে অভিযোগ জানানো যেতে পারে।

(গ) মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিজ অবগতির ভিত্তিতে অথবা পুলিশের রির্পোটের ভিত্তিতে অভিযোগের বিচার করতে পারবেন ।

(ঘ) পাত্র/পাত্রী যার কাছ থেকে পণ চাওয়া হয়েছে অথবা তার বাবা বা মা / যে কোনো আত্মীয়, অথবা যে কোনো স্বীকৃত অসরকারী সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান নালিশ জানাতে পারে ।

মামলা দায়ের করার নির্দিষ্ট কোন সময়সীমা নেই ।

অভিযোগ প্রমাণিত হলে এই অপরাধ জামিন অযোগ্য । এক্ষেত্রে কোন আপস করা যাবে না।

যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাকে প্রথমেই দোষী বলে ধরা হবে ; নিজেকে নিরপরাধ বলে প্রমাণ করার দায় তার নিজের।

পণজনিত মৃত্যু

বিয়ের অল্প কিছুদিনের মধ্যে কোন ক্ষেত্রে (306IPC) ৩ মাস, কোন ক্ষেত্রে (304BIPC) ৬ মাস, কোন ক্ষেত্রে (306IPC, 304BIPC, 498A) ৭ বছরের মধ্যে বধূ আত্মহত্যা করলে অথবা তার অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে, সাক্ষ্যপ্রমাণের মধ্যে দিয়ে যদি প্রমাণিত হয় যে মৃতার স্বামী বা অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের দুর্ব্যবহার, শারীরিক অত্যাচার তাকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিয়েছে, বা তার মৃত্যু ঘটানো হয়েছে , তবে ধরে নেওয়া যায় যে এর পিছনে জোর করে পণ আদায়ের চক্রান্ত রয়েছে।

কার কাছে অভিযোগ জানাতে হবে -

অপরাধ যে এলাকায় ঘটেছে সেই এলাকার থানায় অভিযোগ জানাতে হবে । শুধু জেনারেল ডায়েরী (GD) করলে পুলিশ মামলা করতে বাধ্য থাকে না । এফ.আই.আর. দাখিল করতে হবে যার ভিত্তিতে পুলিশ মামলা শুরু করতে বাধ্য। সেশনস্ কোর্টে / প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে এই মামলার বিচার হবে ।

শাস্তি : জামিন অযোগ্য অপরাধ। কমপক্ষে ৭ বছর থেকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ।

পণ দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে কোনো চুক্তি স্বাক্ষরিত থাকলে তা বাতিল করা হবে ।

পণের টাকা বা সামগ্রী স্ত্রীধন হিসাবে বধূ বা তাঁর উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য ।

(ক) এই পণ বিয়ের এক বছর আগে দেওয়া হলেও একই নিয়ম খাটবে ।

(খ) বিয়ের সময় বা এক বছর পরে দেওয়া হলেও তাই ।

(গ) নাবালিকা বধূর ১৮ বছর বয়স হলেই সে সব সামগ্রী তাঁকে দিয়ে দিতে হবে।

বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন, ২০০৬

ভারতীয় সমাজে বাল্যবিবাহ দীর্ঘকাল ধরেই একটি অভিশাপ হিসাবে রয়েছে। বিশেষ করে পণপ্রথা চালু থাকায় পণের চাহিদা মাত্রাতিরিক্তভাবে বাড়তে থাকায় অনেক সময় আর্থিকভাবে দুর্বল বাবা-মা কন্যাকে বালিকা বয়সেই বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। বর/কনের বয়স বেড়ে গেলে পণও বেড়ে যায়। কিন্তু এই বাল্যবিবাহ বিশেষ করে বালিকা মেয়েটির নানাধরণের ক্ষতিসাধন করে। প্রথমত নাবালিকা হওয়ায় বিয়ের ক্ষেত্রে তার স্বাধীন মতামতের সুযোগ থাকে না। সন্তান ধারণের সময় বেড়ে যাওয়ায় দীর্ঘকাল ধরে ঘন ঘন সন্তানের জন্ম দিতে হওয়ায় তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে; তার শিক্ষাকাল সমাপ্ত হয় না, তাই তার উপার্জনের যোগ্যতাও অর্জন হয় না। স্বাস্থ্যহীনতা, শিক্ষার অভাব, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাব তার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত হতে দেয় না। পরনির্ভরশীলতা, আত্মসম্মান বোধহীনতা, কুসংস্কার তাকে ঘিরে ধরে। এই অবস্থা থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য সমাজ সংস্কারকদের প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ আমলেই ১৯২৯ সালে বাল্যবিবাহ নিবারণ আইন প্রণীত হয়। এর পর এই আইন কয়েক দফা সংশোধনীর মাধ্যমে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন, ২০০৬ হিসাবে পাশ হয়েছে।

একমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ছাড়া ভারতের সব অংশের নাগরিক, এমনকি দেশের বাইরে বসবাসকারী হলেও এর আওতায় পড়বে।

বাল্যবিবাহ বলতে কী বোঝায়

(ক) বাল্যবিবাহ মানে যে বিবাহে পাত্রের বয়স ২১ বছর এবং পাত্রীর বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হয়নি ;

(খ) যদি পাত্রপাত্রীর মধ্যে একজনের বয়স আইন মাফিক না হয়।

কার কাছে আবেদন জানাতে হবে

(১) নাবালক পাত্র / পাত্রী অথবা তাদের বাবা-মা, অভিভাবক, আত্মীয়, বন্ধু , সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান স্থানীয় পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে পারে।

(২) সমাজ কল্যাণ আধিকারিকও বিষয়টি কোর্টের নজরে আনতে পারেন।

(৩) পাত্র / পাত্রী যে অঞ্চলের অধিবাসী বা যে অঞ্চলে বিয়ে হচ্ছে সেই এলাকার জেলা আদালতে (পারিবারিক আদালতে) অভিযোগের বিচার হবে।

(৪) পুলিশ অভিযোগ না নিলে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সরাসরি মামলা গ্রহণ করতে পারেন।

(৫) মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট যদি কোনও ভাবে খবর পান যে কোন বাল্যবিবাহ ঘটতে চলেছে , তিনি নিজে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে নোটিশ দিয়ে বিয়ে বন্ধ করার জন্য আদেশ দিতে পারেন।

(৬) নাবালক / নাবালিকা সাবালকত্ব প্রাপ্ত হওয়ার দু বছরের বেশি বাকি থাকলে যে কোনও সময়ে এই আবেদন করা যায়।

বাল্যবিবাহ বাতিল

এই আইন পাশ হওয়ার আগে বা পরে যদি বাল্যবিবাহ ঘটে তাহলে বিয়ের সময় পাত্র বা পাত্রীর যার বয়স যথাক্রমে ২১ বছর বা ১৮ বছরের কম ছিল তার ঐ বিয়ে বাতিল করার ইচ্ছামূলক অধিকার থাকবে। অবশ্য তার পক্ষে ঐ বিয়ে বাতিল করবার জন্য সে যে অঞ্চলের অধিবাসী সেই জেলার জেলা আদালতে আবেদন জানাতে হবে। আবেদনকারী নাবালক / নাবালিকা হলে তার অভিভাবক বা ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ অফিসারের (সমাজকল্যাণ আধিকারিক) মাধ্যমে এই আবেদন জানাতে পারেন।

জেলা আদালত এই বিয়ে বাতিল করার সময় উভয়পক্ষের বাবা মা, অভিভাবকদের বিয়ের সময় বিয়ে উপলক্ষে যে টাকা, গহনাপত্র, অন্যান্য দামী উপহার দেওয়া / নেওয়া হয়েছিল সেগুলি অথবা তার সমান মূল্যের অর্থ ফেরৎ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেবেন।

বিয়ে বাতিলের আদেশ দেওয়ার সময় জেলা আদালত আদেশ দিতে পারেন যে পাত্র পক্ষকে (বর নাবালক হলে তার বাবা-মা অথবা অভিভাবক) পাত্রীর আবার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তাকে খোরপোষ দিতে হবে। খোরপোষের পরিমাণ আদালত নির্ধারণ করবেন। খোরপোষ মাসে মাসে বা এককালীন থোক হিসাবে দেওয়া যেতে পারে। আবার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত নাবালিকা পাত্রী কোথায় বাস করবে সে সম্পর্কেও আদালত নির্দেশ দিতে পারেন।

বাল্যবিবাহের সন্তান সম্পর্কিত

বাল্যবিবাহের ফলে সন্তানের জন্ম হলে ঐ সন্তানের কল্যাণ ও স্বার্থের সুরক্ষার জন্য আদালত উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের এবং তার খোরপোষের জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

বাল্যবিবাহ আদালতের নির্দেশে বাতিল হলেও, ঐ বিবাহের ফলে জন্মানো সন্তান সর্বতোভাবে বৈধ।

বাল্যবিবাহের সাজা

(ক) ১৮ বছরের বেশি বয়সের পাত্র যদি বাল্যবিবাহ (নাবালিকা বিবাহ) করে, তবে তাকে দুই বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড এবং ১ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা দুই-ই একসঙ্গে ধার্য করা যেতে পারে।

(খ) বাবা, মা, অভিভাবক, পুরোহিত, ঘটক, কোনও সংস্থার সদস্য এবং অন্যান্যরা যারা নাবালক ছেলে / মেয়ের বিয়ে দেবেন, বিয়েতে অংশগ্রহণ করবেন অথবা অবহেলা করে বিয়েতে বাধা দেবেন না, তাঁদের দুবছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড এবং ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

এক্ষেত্রে কোন মহিলাকে শাস্তি হিসাবে জেলে দেওয়া যাবে না।